০৫-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের হল সতোপ্রধান সন্ন্যাস, তোমরা দেহ সহ এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যাও"

প্রশ্নঃ- ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের উপরে যে বিরাট দায়িত্ব আছে সেইটি কি ?

উত্তর :- তোমাদের দায়িত্ব হল পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করা। এর জন্য তোমায় নিরন্তর শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ হল যোগ অগ্নি যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়। বিকর্ম বিনাশ হয় ।

গীত :- দুঃখীদের উপর করো একটু দয়া, ও মা-বাপ আমাদের
ভুলে ছিলে যে বাচ্চাদের, তারাই তো আমরা .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে যে আমরা হলাম সন্তান। তিনি হলেন অবশ্যই তোমাদের পিতা। এখন বাবাকে বাচ্চারা সর্বব্যাপী কখনোই বলেনা। লৌকিক পিতার বাচ্চারা কখনো এমন বলবেনা যে আমাদের পিতা হলেন সর্বব্যাপী। এইসব বেহদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই হলে সন্তান, তোমাদের পিতা যাঁকে পরম পিতা বলা হয়। পরমাত্মাকে সুপ্রীম সোলও বলা হয়। পরম অর্থাৎ সুপ্রীম আত্মা অর্থাৎ সোল। সুতরাং নিশ্চয়ই সবাই হল সন্তান এবং একজন হলেন পিতা। সব ভক্তরা এক ভগবানকেই স্মরণ করে যাঁকে স্মরণ করা হয়, তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল অবশ্যই হয়। তাঁকে অন্ত হীন বলা যাবেনা। মানুষ ঈশ্বর পিতাকে অন্ত হীন বলে দেয়, তাঁর কোনো অন্ত খুঁজে পায়না, তবুও বলে সর্বব্যাপী। এত খানি অনর্থ হয়েছে। বলেছে নুড়ি পাথর সবেতেই ঈশ্বর বাস করেন তবুও ওঁনাকে অন্ত হীন বলা হয়েছে। বাচ্চারা বাবাকে ভুলে গেছে, তাই সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পতিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি নর নারী পতিত হয়েছে, তবেই পতিত থেকে পবিত্র করেন যিনি তাঁকে স্মরণ করে। এই দুনিয়ায় কাউকে মহান আত্মা বলা যাবেনা। পবিত্র আত্মা পতিত দুনিয়ায় বাস করতে পারেনা। বাপু গান্ধীজি বলতেন পতিত পাবন সীতারাম - এটা মানুষের উদ্দেশ্যে বলতেন, গঙ্গা নদীর উদ্দেশ্যে নয়। এইসবই হল মিথ্যা। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া, এ হলই মিথ্যা খন্ড। সত্য খন্ড ছিল যখন নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত ছিল। এখন ঐ হয়েছে পুরানো ভারত। ভারত যখন নতুন ছিল তখন ভারতকে স্বর্গ বলা হত , যার পাঁচ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে। ত্রেতায় ১৬ কলা থেকে দুটি কলা (কোয়ালিটি) কম হয়েছে। এই সময় তো হল কলিযুগ, একে বলা হয় পুরানো দুনিয়া। পুরানো দুনিয়ায় পুরানো ভারত। ওয়ার্ল্ড নতুনও হয় পুরানোও হয়। এখন হল পুরানো, সব মানুষ হয়েছে নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তাই দুঃখধাম বলা হয়। এই দুঃখ ধামকে সুখধামে পরিণত একমাত্র বাবা-ই করতে পারেন। ভারত যে পবিত্র ছিল পতিত হয়েছে, যখন পবিত্রতা ছিল তখন শান্তি সমৃদ্ধি ছিল। ভারতে মানুষের গড় আয়ু বেশি ছিল। এখন তো অনেক কম হয়েছে। ভারত কবে থেকে রুগী হয়েছে - দুনিয়া জানে না। এমন তো বলা হবেনা পরম্পরা থেকে রুগী। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। কলিযুগের যখন অন্ত হয় তখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞান আছে জ্ঞান সাগরের কাছে। জ্ঞানের সাগর নলেজফুল - এ হল সেই পিতার মহিমা। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ তিনি। সর্বব্যাপী বললে পিতা-সন্তানের স্নেহ থাকেনা। এ হল অনাথের দুনিয়া। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তাই একেই রৌরব নরক বলা হয়। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক

হয়েছে। এইসব কেউ জানতে পারেনা যে আমরা নরকবাসী হয়েছি সুতরাং নরক থেকে ট্রান্সফার হবে। কিন্তু এমন নয় নরকবাসী স্বর্গে পুনর্জন্ম নিতে পারে। তারা পুনর্জন্ম সব নরকেই নেয়। নরককে পতিত দুনিয়া বলা হয়। নির্বাণ ধাম আত্মাদের বাস স্থান যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। আত্মা স্টার স্বরূপ অবিনাশী অমর। শরীর হল নশ্বর। আত্মাকে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করতে হয়। ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। ৮৪ লক্ষ জন্ম বলাটা গপ্পো। বাবা বোঝান যে আত্মা পার্ট করতে আসে, এসে অর্গানে প্রবেশ করে অর্থাৎ দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু সবার ৮৪ জন্ম হতে পারেনা। সত্যযুগে যে দেবী দেবতা হবে তাদের ৮৪ জন্ম হবে। বাবা বলেন আগেও বলা হয়েছিল তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি বলি। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। আচ্ছা, ব্রহ্মার পিতা কে ? শিব। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন শিববাবার সন্তান। ওঁনাদের নিজস্ব সূক্ষ্ম শরীর আছে। পরম পিতা পরমাত্মার নিজস্ব শরীর নেই। বাবা বলেন আমার নাম হল শিব। যদিও কেউ রুদ্র বলে, কেউ সোমনাথ বলে। আমি হলাম নিরাকার। বরাবর ভারতে শিবের মন্দিরও আছে। জ্ঞানের সাগর পরম পিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়, কৃষ্ণকে নয়। তিনি তো হলেন স্বর্গের প্রিন্স। ওঁনার এই (সৃষ্টির) আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান নেই। সত্যযুগী দেবতাদের এই জ্ঞান থাকেনা। তোমরা জানো এখন আমরা হীরে তুল্য হই। পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত রাজ যোগের শিক্ষা কেউ দিতে পারেনা। কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। পরমাত্মা কেবল একমাত্র নিরাকারকে বলা হয়। সেই পিতাকেই সবাই ভুলে গেছে।

এই সময় সবাই হল পতিত, তমোপ্রধান। বাবা বলেন এ হল সম্পূর্ণ ভ্যারাইটি মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ। যা তমোপ্রধান রুগী দুঃখী হয়েছে। ভারত কত উঁচুতে ছিল, এখন কাঙাল হয়েছে। শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। ভাবে কলিযুগ এখন ৪০ হাজার বছর চলবে। বাবা বোঝান এ হল ঘোর অন্ধকার। এখন জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয়। বাবা হলেন জ্ঞান সূর্য। তিনি এসে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকার মিটিয়ে দেন। এখন হল ব্রহ্মার রাত। সত্যযুগ ত্রেতাকে ব্রহ্মার দিন বলা হয়। সুতরাং তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী, ব্রহ্মার সন্তান। ব্রহ্মা তো বিশ্ব অথবা স্বর্গের রচয়িতা নন। নিরাকার হেভেনলি গড ফাদারের মহিমা-ই আছে। সেই পিতা-ই এসে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা সবকিছু শোনে, ধারণ করে এবং সংস্কার নিয়ে যায়। যেমন বাবা বুঝিয়েছেন যুদ্ধের মাঠে মৃত্যু হলে সংস্কার অনুযায়ী জন্ম নিয়ে আবার যুদ্ধে চলে যাবে। এই সময় সব আত্মারা হল তমোপ্রধান। সবাই একে অপরকে দুঃখ দেয়। সবচেয়ে বড় দুঃখ কে দেয় ? যে তোমাদের পরমাত্মার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায় তাই শিববাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ঐ সবাইকে ত্যাগ করো। গড ইজ ওয়ান বলা হয়।

তোমরা সবাই হলে ব্রাইড, আমি হলাম তোমাদের ব্রাইডগ্রুম । হে সজনীরা, তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্যে একেবারেই যোগ্য নও। মায়া তোমাদের একদম অযোগ্য করে দিয়েছে। এ হল রাবণের রাজ্য। সত্যযুগে হয় রাম রাজ্য। রাম শিবকে বলা হয়। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, পরম পিতা পরমাত্মা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন ওঁনার কাছে তোমরা বর্সা প্রাপ্ত কর। ভারতবাসীদের স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হচ্ছে। কলস মাতাদের মাথায় রাখা হয়। মাতা গুরু বিনে কারো কল্যাণ হয় না। যাঁর উদ্দেশ্যে গায়ন আছে ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব ... তাঁকে সর্বব্যাপী বলা কত বড় ভুল। মাতা- পিতাকে আবার অন্ত হীন বলা হয়েছে। গায়নও করে তুমি মাতা-পিতা , আমরা বালক (সন্তান) তোমার,

তোমার কৃপায় গহন সুখের ছায়া আমাদের । তাহলে বাবাকে দোষ দাও কি করে। বাবা তো এসে পতিত থেকে পবিত্র করেন। পতিত রাবণ করেছে। এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে রাম রাজ্য আবার আরম্ভ হবে। এই চক্রটি ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বেহদের বাবা-ই বলবেন। এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। কৃষ্ণের যজ্ঞ হয়না। সেই গীতার রাজ যোগ কিন্তু কৃষ্ণ কোনো জ্ঞান প্রদান করেন না। এ হল রুদ্র শিব ভগবানুবাচ। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রকট হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা এসেছ মাতা পিতার কাছে স্বর্গের বর্সা নিতে। এ কোনও অন্ধ শ্রদ্ধার কথা নয়। তোমরা বাবার কাছে বেহদের বর্সা নিতে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে এসেছ। এ হল গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। বাবা বোঝান এই ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল। হীরে জহরতের মহল তৈরি হত। ভক্তি মার্গেও সোমনাথের বিশাল মন্দির তৈরি করা হয়েছে। তার আগে কি ছিল। এখন তো ভারত কাঙাল হয়েছে। আবার মুকুটধারী করা বাবার-ই কাজ। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি এবং ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত করছি। বাবা বলেন - হে আত্মারা, এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি হলাম তোমাদের গাইড ও লিব্রেটর । ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হয় - এইসব তো বাচ্চাদের বোঝান হয়। এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। তোমাদের হল সতোপ্রধান বেহদের সন্ন্যাস। তোমরা পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে ত্যাগ কর তাই বাবা বলেন সর্ব ধর্মানি পরিত্যজ... দেহ সহ দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে সব ভুলে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। বাবা বলেন দেহের ভান ত্যাগ কর। আমি পিতা আমায় স্মরণ করলেই তোমার পাপ বিনষ্ট হবে। নিরন্তর আমায় স্মরণ কর আর কোনো উপায় নেই। অন্ত কাল পর্যন্ত স্মরণ করতে হবে। মায়াজিৎ হয়ে জগৎ জিত হতে হবে। মায়াকে পরাজিত করার ক্ষমতা একমাত্র বাবা-ই দিতে পারেন।

আচ্ছা ! এখন বাবা শিব শক্তিদের দ্বারা ভারতে অবিনাশী বৃহস্পতির দশা তৈরি করছেন। বাবা বলেন - আমি এই দেহের লোন নিয়ে এনার নাম ব্রহ্মা রাখি। তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা বর্সা প্রাপ্ত করে শিববাবার কাছে। স্মরণও শিববাবাকেই করতে হবে। তিনি বলেন আমার একটি নাম শিব। তোমরাও আত্মা কিন্তু তোমরা শরীর ধারণ কর ও ত্যাগ কর তাই জন্ম প্রতি জন্ম তোমাদের নাম পরিবর্তন হয়। ৮৪ জন্ম নিলে ৮৪ টা নাম হয়। সবার তো ৮৪ জন্ম হবেনা। কারো ৮০, কারো ৬০, কারো ৫-৬ টি জন্মও হতে পারে। আমার একটাই নাম শিব। শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যোগ অগ্নি ব্যতীত কেউ পবিত্র হতে পারেনা। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ - বাবা, আমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তারপরে রাজত্ব করব। শিববাবাকে স্মরণ না করা অর্থাৎ নিজেকে পতিতে পরিণত করলে ধর্মরাজের কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। তোমাদের উপরে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, এ হল রুহানী যাত্রা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিরন্তর এক পিতার স্মরণে মায়াজিৎ জগৎজিৎ হতে হবে। পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করতে হবে।

২). বুদ্ধি দ্বারা বেহদের পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করতে হবে। এই দেহ ভান ভুলে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেহী অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- কলিযুগী বায়ুমন্ডলে থেকেও সেই ভাইব্রেশনে নিজেকে সেফ রাখতে সমর্থ স্বরাজ্য অধিকারী ভব

ব্যাখা: স্ব রাজ্য অধিকারী তাকে বলা হয় যাকে কোনো কর্মেন্দ্রিয় নিজের দিকে আকৃষ্ট করেনা, সদা এক বাবার দিকে আকৃষ্ট হবে। কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ উৎপন্ন হবেনা। এমন রাজ্য অধিকারী-ই হল তপস্বীমূর্ত, তারা-ই হংস, যারা বক পাখির কলিযুগী বায়ুমন্ডলে থেকেও সর্বদা সুরক্ষিত থাকে। একটুও দুনিয়ার ভাইব্রেশনে, তাদের আকৃষ্ট করবেনা । সব কমপ্লেন সমাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগান - খারাপকে ভালো করে দেওয়াই হল উচ্চ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শক্তি ।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

"ওম্ শব্দের যথার্থ অর্থ কি ?"

যখন আমরা "ওম্ শান্তি" শব্দটি বলি তখন সর্বপ্রথম ওম্ শব্দের অর্থটি পূর্ণ রূপে বুঝতে হবে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় ওম্ শব্দের অর্থ কি ? তাহলে তারা ওম্ শব্দটির খুব বিস্তারিত অর্থ বলে। ওম্ শব্দের অর্থ ওঙ্কার বিশাল আওয়াজ করে শোনায়, এই ওম্ শব্দটির উদ্দেশ্যে বিস্তৃত শাস্ত্র রচনা করে কিন্তু বাস্তবে ওম্ শব্দের বিরাট কোনো অর্থ নয়। আমাদের তো স্বয়ং পরমাত্মা ওম্ শব্দের অর্থ খুব সরল ও সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন। সেই অর্থটিও পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ঘটানোর জন্যেই বুঝিয়েছেন। পরমাত্মা পরিষ্কার বলেন বাচ্চারা ওম্ শব্দের অর্থ হল আমি আত্মা হলাম পরমাত্মার সন্তান। মুখ্য কথা হল যে ওম্ শব্দের অর্থে স্থির হতে হবে বাকি বসে বসে মুখ দিয়ে ওম্ শব্দটি উচ্চারণ কোরোনা, এই নিশ্চয় বুদ্ধিতে নিয়ে চলতে হবে। ওম্ শব্দের যা অর্থ সেই স্বরূপে স্থিত থাকতে হবে, বাকি তারা যদিও ওম্ শব্দের বিস্তারিত অর্থ বলে কিন্তু সেই স্বরূপে স্থির হয়ে থাকে না অথচ আমরা তো ওম্ শব্দের স্বরূপ জানি, তবেই সেই স্বরূপে স্থির হই। আমরা এই কথাও জানি যে পরমাত্মা হলেন বীজরূপ এবং সেই বীজরূপ পরমাত্মার দ্বারা এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের রচনা কিভাবে হয়েছে, তার সম্পূর্ণ জ্ঞান আমরা এখন প্রাপ্ত করছি। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।